ঝিনাইদহে ২ শতাধিক চক্ষু রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় দুই শতাধিক দুস্থ চক্ষু রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার সকালে উপজেলার নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের পিড়াগাতি গ্রামে আফতাব উদ্দিন স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ চশমা বিতরণ করা হয়। সেসময় ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান, সাবেক ইউপি সদস্য রইচ উদ্দিন মোল্লা, ইউনাইটেড কমিউনিটি ক্লাবের সদস্য সচিব রবিউল ইসলাম সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের দুই শতাধিক দুস্থ চক্ষু রোগীদের এর আগে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হয়। সেসব রোগীসহ ২০০ জনের চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা করে চশমা বিতরণ করা হয়। দরিদ্র ও অসহায় চক্ষু রোগীদের দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতেই এই ফ্রি চশমা বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি মানবিক সেবার অংশ হিসেবে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ছিল এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য বলে জানান আয়োজকরা।

মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামুল্যে চক্ষু রোগীদের চিকিৎসা সেবা

আমেনা বেগম। বয়স ৬০ পেরিয়েছে। মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের গৌড়দহ গ্রামের ক্যানেলপাড়ার বাসিন্দা। বয়সের ভারে ঠিকমতো চোখে দেখতে পান না। মাঝে মাঝে দুচোখ চুলকায় এবং পানি পড়ে। স্থানীয়

রোগীরা এই হাসপাতাল হতে অনলাইনের মাধ্যমে জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউট এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এর সাথে যোগাযোগ করে চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেন।

মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: পিযুষ কুমার সাহা বলেন, হাসপাতালের বর্হিবিভাগে চালুকৃত এ সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের দ্বারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে চক্ষু চিকিৎসার নতুন দ্বার উন্মোচিত হলো। অন্ধজনের চোখে আলো দেওয়াই এই প্রকল্পের কাজ। আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অন্য চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি এই সেবাও আমরা দিচ্ছি। তিনি আরও বলেন, অনেক মানুষ আছেন, যারা চোখে দেখতে পেতেন না। তারা কোথায় যাবেন, কোথায় চিকিৎসা নেবেন তাও জানতেন না, কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই, এখন মানুষ যথেষ্ট সচেতন। ফলে অনেক মানুষ অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এটা আমাদের জন্য বিরাট একটি পাওয়া। এটি কেবল সম্ভব হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন বলেন, সরকারের অন্যতম প্রশংসনীয় উদ্যোগ এটি। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী খুব সহজেই চক্ষু চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।